দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 FEB 2009

ঢাবির জহুরুল হক হলে পুলিশী তল্লাশী ॥ চাপাতি উদ্ধার

এক নেতাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সামনে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনায় শনিবার রাতে হলটিতে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশী চালায়। বহিরাগতদের সন্ধানে তল্লাশী করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে হল থেকে চাপাতি ও রড উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে গুলিবর্ষণ করার ঘটনায় শহীদুল ইসলামকে (ইংরেজী ৩য় বর্ষ) ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার রাত দেড়টার দিকে দশ প্লাটুন পুলিশ হলটিতে তল্লাশী চালায়। তবে তল্লাশীর এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতারা প্রতিবাদ জানায়। ঘণ্টাব্যাপী তল্লাশীতে পুলিশ হলের ২০১, ২০২, ২১৬, ৩০৩ এবং ৩১৪ নম্বর কক্ষে কাউকে না পেয়ে কক্ষ ভাংচুর চালায়। এসময় হলের ২০৩ নম্বর রুম থেকে একটি চাপাতি ও কয়েক ক্যান বিয়ার উদ্ধার করা হয়। মূলত বহিরাগত ছাত্রদের সন্ধানে জহুরুল হক হলে তল্লাশী চালানো হয়েছে বলে শাহবাগ থানা পুলিশ জানায়।

ঘটনার পরপরই গতকাল রবিবার সাংগঠনিকভাবে ছাত্রলীগ কর্মী শহীদুল ইসলামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশাতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে।

জানা গেছে, হল পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতা শামসুল কবীর রাহাদ শনিবার রাতে হলে প্রবেশ করলে একই সংগঠনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের হামলার শিকার হন। তাকে লক্ষ্য করে পাঁচ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। তবে এতে তিনি এবং তার সঙ্গীরা কেউ হতাহত হননি। প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়ে দীর্ঘ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার হলে যাওয়ার চেষ্টা করলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঘটনার পরে হল প্রশাসন থেকে শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়।